দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 6 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিরক্ষরতা দূর করতে আত্মনিয়োগ করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বুধবার শিক্ষকদের প্রতি অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর ইউএনবির।

তিনি বলেন, আমরা শিক্ষাকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রধান হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল বুধবার সকালে মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির অষ্টম জাতীয় সম্মেলনে বক্তৃতাকালে একথা বলেন। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক দুদিনের এ সম্মেলনে যোগ দেন।

শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনও একটা প্রধান সমস্যা।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবির ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল এবং যত দূর সম্ভব এগুলো পূরণের চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, সরকার কোন আন্দোলন ছাড়াই বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক এবং কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এজন্য ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ২ কোটি ২৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

শিক্ষকরা সরকারি তহবিল থেকে তাদের বেতনের ৮০ শতাংশ পেয়ে থাকেন। কোন শিক্ষক পেশাগত ক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্য দেখালে তার বেতনের পুরোটাই সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৯০ সালে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। মাত্র ছ মাস চালু থাকার পর ১৯৯১ সালে বিএনপির শাসনামলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ৫০ কোটি টাকার তহবিল যোগান দেয়ার মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের মে মাসে এ ট্রাস্ট আবার চালু করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ট্রাস্ট সক্রিয় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের তিন বছরের শাসনামলে সাক্ষরতার হার ৪৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার দু হাজার পাঁচ সালের মধ্যে সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার পরিকল্পনা নিয়েছে। শিক্ষকরা এ জোরালো কর্মসূচিকে সফল করার মূল স্থপতি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, নারী শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে দু হাজার দু সালের মধ্যে আরো ৭ হাজার মহিলা শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার এবং শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি হেনা দাস সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম।